আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়ায় পল্লীবিদ্যুতের কেবি চুরি, কৃষকরা বিপাকে

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়ায় পল্লীবিদ্যুতের কেবি চুরিতে তোলপাড়। কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ চরম বিপাকে পড়েছে। ভাংবাড়ীয়ার নিমতলা ও খামার মাঠে গভীর রাতে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তচক্রের দুঃসাহসিক হানা। সব মিলিয়ে কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের নিমতলা ও খামার মাঠ এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের কেবি চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তচক্র পরিকল্পিতভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটায়। এতে পল্লীবিদ্যুতের মোট ৪টি কেবি (কন্ট্রোল বক্স) চুরি হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাংবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা রাজু আহম্মেদের মটরে স্থাপিত ১টি কেবি এবং একই গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সুজন আলী মেম্বারের খামার মাঠে অবস্থিত বোরিংয়ের ৩টি কেবি খুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রাতের আঁধার ও নির্জন পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে চোরচক্র নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

চুরির ফলে সংশ্লিষ্ট মটর ও বোরিং সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়েছে। এতে সেচ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মাঠে থাকা ফসল ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়েছে। শুষ্ক মৌসুমে বোরিংনির্ভর কৃষিকাজ ব্যাহত হওয়ায় সব মিলিয়ে কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

এলাকাবাসীরা জানান, ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নে এর আগেও একাধিকবার পল্লী বিদ্যুতের সরঞ্জাম চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় দুর্বৃত্তচক্র আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দ্রুত অপরাধীদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তার, রাত্রীকালীন টহল জোরদার এবং বিদ্যুৎ স্থাপনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষক ও সচেতন মহল।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। থানা পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং

ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ চোরচক্র সনাক্তে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দ্রুত চুরি হওয়া কেবি উদ্ধারের পাশাপাশি জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল জয় লাভ করেছে। "এ বিজয় ঐক্যের বিজয়, জনগণের বিজয়, শরীফ ভাইয়ের নেতৃত্বের বিজয়" এমন মন্তব্য করেছেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪৫৪ জন। সভাপতি বাদে ৫টি সাধারণ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ১৪ জন প্রার্থী।

বিজয়ী সাধারণ সদস্যরা হলেন আবু সাইদ আলী (১৯৩ ভোট), আহসান হাবিব (১৮৬), তরিকুল ইসলাম (১৮৫) ও শামিম রেজা (১৬৩ ভোট)। সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে ১৬২ ভোট পেয়ে সাহার বানু নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রিজাইডিং অফিসার ও উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক জানান, পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর।

বিজয়ী প্যানেলের অন্যতম নেতা টিপু সুলতান বলেন, এই বিজয় কোনো ব্যক্তির নয় এটি নীতি, সততা ও উন্নয়নের বিজয়। আমরা জনগণের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব এবং বিদ্যালয়কে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করব।

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকাস্থ “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”। ঢাকায় বসবাসরত হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে ২০২১ সালে যাত্রা শুরু করে এই আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম। “এসো মিলি প্রাণের টানে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে একতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে সংগঠনটি।

প্রতি বছর মিলনমেলা, ইফতার মাহফিলসহ নানা কার্যক্রমের আয়োজন করে ফোরামটি। এবছর অসহায় ও দুস্থ মানুষদের সহায়তা প্রদানকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সংগঠনটি।

শনিবার সকাল ১০টায় হাটবোয়ালিয়া হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের অফিস কক্ষে হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের অসহায় ও দুস্থ মানুষদের চিহ্নিত করে আর্থিক সহায়তা এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এলাকাবাসী এবং “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা।

সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সাহারবানু, হিয়ারুল ইসলাম, ফাতেমা বেগম, ঝর্না বেগম, আশুরা বেগম, মুসলিমা খাতুন, জমিরন নেছা এবং রহিমা বেগম।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম” এর সভাপতি নাজমুল হুদা নূর বলেন, “আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে সফল করতে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আরও কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, এবং আমরা আশা করি, আপনারা সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন।”

অসহায় মানুষদের সহায়তা কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল হুদা ডিউক, আবুল কাশেম স্যার, আব্দুস সোবহান, রফিকুল ইসলাম, আব্বাস উদ্দিন, মতিউল হুদা, টিপু সুলতান, মুর্শিদ কলিন, সোহেল হুদা এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ।

অনলাইনে যুক্ত হয়ে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলাল বলেন, "সকলের সহযোগিতায় এই কমিউনিটি ফোরাম আরও দূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যাঁরা এই উদ্যোগকে সফল করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

অর্থ সম্পাদক নেছার উদ্দিন অনলাইনে অনুষ্ঠানের সার্বিক খোঁজখবর নেন। মোবাইল ফোনে খোঁজ রাখেন ফোরামের উপদেষ্টা পরিষদের সমন্বয়ক জনাব মনজুরুল হুদা ও জনাব শরিফুল হুদা।

এছাড়া উপস্থিত থেকে ভূমিকা রাখেন কমিউনিটি ফোরামের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, দফতর সম্পাদক ইফতেখার হাশেমী, শাহিন মাহমুদ, তরিকুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম।

হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরামের নতুন কমিটি

বৃহত্তর হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের উন্নয়নে কাজ করার প্রত্যয়ে ২০২১ সালে যাত্রা শুরু করে "হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম" নামের এই সংগঠনটি।

পরবর্তীতে পরপর দুটি সফল মিলনমেলা করতে সক্ষম হয় এই কমিউনিটি ফোরামের সংশ্লিষ্ট আয়োজকরা। তবে, কিছুটা জটিলতা এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি খারাপ হলে সংগঠনটির যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। অবশেষে সকল বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আবারও প্রাণ ফিরে পায় এই সংগঠনটি।

আবারও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সংগঠনটির নতুন কমিটির ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত নতুন এ কমিটিতে

নাজমুল হুদা নুর সভাপতি এবং মিজানুর রহমান হেলাল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়।

কমিটিতে অন্যান্যরা হলোঃ হালিম নজরুল – সহ-সভাপতি, মোস্তাফিজুর রহমান রেকর্ড – সাংগঠনিক সম্পাদক, আবুইখতিয়ার হাশেমি (রতন) – দপ্তর সম্পাদক, নেছার উদ্দিন – অর্থ সম্পাদক, খাদেমুল হক রাজু – প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, রজত হুদা – সাংস্কৃতিক সম্পাদক, শাহীন মাহমুদ – আইন বিষয়ক সম্পাদক।

কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেনঃ ফখরুল ইসলাম সেলিম,মোঃ মোজাম্মেল হক,কাবেদুল ইসলাম রান্নাফ, তরিকুল ইসলাম, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ তহিদুল তুহিন, রাশেদুল ইসলাম, শাকিল আহমেদ, দীপক পাল, জয়নব খাতুন।
সংগঠনটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই কমিটির মেয়াদকাল আগামী দুই বছর।

একুশে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ঢাকার পার্শ্ববর্তী অংকন রিসোর্টে সংগঠনটির বাৎসরিক মিলনমেলায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা মন্ডলির পক্ষ থেকে কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। এই কমিটি ঘোষণা করেন ফোরামের উপদেষ্টা কমিটির সমন্বয়কারী মঞ্জুরুল হুদা । “মিলন মেলা- ২০২৫” খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রিসোর্টের নান্দনিক সৌন্দরে◌্য সবাই অত্যন্ত আনন্দিত এবং সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে দিনটি উদযাপন করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি নাজমুল হুদা নুর বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কমিউনিটি ফোরামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অনেক দূর। এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপে ভূমিকা রাখবে এই কমিউনিটি ফোরাম।

সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলাল বলেন, আগামী দিনে তরুণরাই এই কমিউনিটি ফোরামের হাল ধরবে। আমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে এই কমিউনিটি ফোরাম যেন এলাকার সকল মানুষের পাশে সব সময় থাকতে পারে। এলাকার সকলকে মিলিত করার একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে এই আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে কমিউনিটি ফোরামের উপদেষ্টা জনাব মনজুরুল হুদা সকলকে একনিষ্ঠভাবে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিতে আহ্বান জানান।পাশাপাশি তিনি এই কমিউনিটি ফোরামকে গতিশীল করতে ফান্ড বৃদ্ধিতে জোরালো ভূমিকা রাখেন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় সাবেক ডিআইজি ফজলুর রহমান, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন স্বপন, প্রকৌশলী আবুহেনা মোস্তফা কামাল, মোঃ আব্দুস সোবহান, মোঃ শরিফুল হুদা, সুলতান বিশ্বাস প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় দোকান কর্মচারী মোস্তফার হত্যার রহস্য উন্মোচন

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় দোকান কর্মচারী মোস্তফা আলী (২৪) চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় হত্যা মামলার মূল আসামি আকরাম হোসেনকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতার আসামি আকরাম হোসেন আলমডাঙ্গা মোড়ভাঙ্গা গ্রামের আকুব্বার আলীর ছেলে। দোকানের টাকা চুরি করায়, নিহত মোস্তফা সেটা দেখে ফেলায় তাকে হত্যা করা হয় বলে আসামী আকরাম আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহতের মা শাহিদা খাতুন আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় নারায়নগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ থানাধীন ১৩ নম্বর সেক্টর পূর্বাচল এলাকা হতে মূল আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে তারা হত্যার দায় স্বীকার করেন।

জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, হাটবোয়ালিয়া দোকান মালিক জাহাঙ্গীরের ছোট ভাই মামলার আসামি গোলাম মোস্তফা সজিবের সঙ্গে গ্রেফতার আসামি আকরাম হোসেনের দোকানের মালামাল কেনাকাটা সূত্রে

পূর্বপরিচিত।

আকরাম বিভিন্ন এনজিও সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে হতাশাগ্রস্থ হওয়ার কথা সজিবকে জানায়। সজিব আকরামকে বলে যে, তার একটি কাজ করে দিলে সে মোটা অংকের টাকা দেবে যা দিয়ে এনজিও লোনের টাকা পরিশোধ করতে পারবে। দোকানের ক্যাশের ড্রয়ার থেকে টাকা-পয়সা নেওয়ার সময় মোস্তফা দেখে ফেলে এবং আসামি সজিবের ভাই দোকান মালিক জাহাঙ্গীরকে বলে দেয়। এই নিয়ে দোকান মালিক জাহাঙ্গীর ও তার ছোট ভাই আসামি সজিবের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। আসামি সজিব ক্ষিপ্ত হয়ে দোকানের কর্মচারী মোস্তফাকে দোকানে না আসার জন্য হুমকি দেয়। মোস্তফা ভয়ে কিছুদিন দোকানে আসে না।

ঘটনার দিন দোকান মালিক জাহাঙ্গীর মোস্তফার বাড়িতে যেয়ে অনুরোধ করে দোকানে নিয়ে আসে। মোস্তফা দোকানের কাজ শেষে রাতে বাড়ি ফেরার পথে হাটবোয়ালিয়া মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর অবস্থিত স্টিল ব্রিজ পার হয়ে যাওয়ার সময় পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ওৎ পেতে থাকা সজিব ও আকরাম পেছন থেকে ভুক্তভোগী মোস্তফাকে ডাক দেয়। তাদের ডাকে মোস্তফা ফিরে আসলে আসামি আকরাম কৌশলে ভুক্তভোগীকে ব্রিজের পাশে পানের বরজের মধ্যে নিয়ে সজিব ও আকরাম চড়-থাপ্পড় মারলে মোস্তফা চিৎকার করতে গেলে মুখে গামছা চেপে ধরে। এতে মোস্তফা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

তখন আকরাম ও সজিব মোস্তফার হাত পা বেঁধে নাক-মুখে গামছা চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে হত্যা নিশ্চিত করে। পরবর্তীতে সজিব ও আকরাম মোস্তফাকে মাথাভাঙ্গা নদীতে থাকা মাছ ধরা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে পানির নিচে মোস্তফার কোমরের বেল্টের সঙ্গে গামছা দিয়ে বেঁধে রাখে। সজিব ঘটনার পরের দিন আকরামকে ১০ হাজার টাকা দিয়ে ঢাকায় চলে যেতে বলে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ আগস্ট আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া বাজারের জাহাঙ্গীরের দোকানের কর্মচারী মোস্তফা আলী দোকানের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে খুন হন। এর ১০ দিন পর ২৪ আগস্ট মহেষপুর-বাঁশবাড়ীয়া ফেরিঘাট এলাকায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় অর্ধ গলিত মরদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। নিহতের মা শাহিদা খাতুন আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ঠান্ডু-জিনারুল প্যানেল বিজয়ী

উৎসব মুখর পরিবেশে আলমডাঙ্গার হাটবোয়লিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে নির্বাচনের ফলাফলে ঠান্ডু-জিনারুলের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল জয়লাভ করেছে।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ঠান্ডু-জিনারুল প্যানেল ও কাউসার আহম্মেদ বাবলু চেয়ারম্যান প্যানেল অংশ গ্রহন করে।

মোট ৪৯১টি ভোটার এই নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। সকাল ৮টা থেকে ভোট শুরু হয়ে বিকেল ৪টায় পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

বিকেলে ভোট গননা শেষে ঠান্ড-জিনারুল প্যানেলের নজরুল ইসলাম ২৪৫ ভোট, মজনু হোসেন ২২৯ ভোট, আশরাফুল ইসলাম ২২২ ভোট তাজেম আলী ২২২ ভোট ও মোছা: খাদিজা খাতুন ২২৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দি প্রার্থীরা পেয়েছেন মো: জিয়া ১৪৯ ভোট, আসলাম হোসেন ১২৮, শরিফ উদ্দীন ১১৩ ভোট, হারুন-অর-রশিদ ১০৭ ভোট ও কুলসুম খাতুন ১৩১ ভোট পান। এ

ই নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দ্বায়িত্ব পালন করেন উপজেলা মনিটারিং সুপার ভাইজার আমিরুল ইসলাম, সহকারী প্রিসাইডং অফিসার ছিলেন হাটবোয়লিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাসুদুর রহমান।

মেপ্র/আরপি